109779 - ভন্নিজাতরে দুটো খাদ্যদ্রব্য থকেে এক সা’ ফতিরা পরশিোধ করা

প্রশ্ন

ফতিরার মধ্যে একাধকি প্রকাররে এক সা’ খাদ্য দয়ো কি জায়যে হবে? অর্থাৎ এক প্রকাররে খাদ্য তনি কলিোগ্রাম না দয়িে প্রত্যকে প্রকাররে খাদ্য এক কলিোগ্রাম করে দয়ো?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

দুই বা ততোধকি প্রকাররে খাদ্য মশ্রিতি করে এক সা’ ফতিরা পরশিোধ করার হুকুম নয়িে ফকিাহবদি আলমেগণ দ্বমিত করছেনে:

প্রথম অভমিত: এভাবে সহহি হবে না ও আদায় হবে না।

এটি শাফয়েি মাযহাব ও ইবনে হাযম জাহরেরি অভমিত। যহেতেু তারা দললিগুলোর বাহ্যকি অর্থরে সাথে অবস্থান নয়িছেনে। যে দললিগুলো বর্ণনা করছে যে, ফতিরা নর্দিষ্টি শ্রণেীর খাদ্যদ্রব্যরে এক সা’। তাই কউে যদি অর্ধ সা’ এক শ্রণেীর খাদ্যদ্রব্য দয়িে দয়ে; বাকী অর্ধ সা’ অন্য শ্রণেীর খাদ্যদ্রব্য দয়িে দয়ে তাহলে তারা দললিে যা উদ্ধৃত হয়ছেে সটোর অনুসরণ করল না।

ইমাম নববী “আল-মাজমু” গ্রন্থে (৬/৯৮-৯৯) বলনে:

“ইমাম শাফয়েি, গ্রন্থাকার (অর্থাৎ শরিাজি) ও মাযহাবরে সকল আলমে বলনে: দুই জাতরে খাদ্য এক সা’ দলিে ফতিরা পরশিোধ হবে না...। যমেনভিাবে শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারার ক্ষত্রেে পাঁচজন মসিকীনকে পোশাক দলিে ও পাঁচজন মসিকীনকে খাদ্য দলিে আদায় হবে না। যহেতেু সে ব্যক্তি এক সা’ গম কংিবা এক সা’ যব কংিবা এক সা’ অন্য কোন খাদ্য দতিে আদষ্টি। কন্তিু সে ব্যক্তি এ দুটোর প্রত্যকেটি থকেে এক সা’ পরশিোধ করনে। যমেনভিাবে (শপথ ভাঙ্গকারী) দশজন মসিকীনকে খাদ্য দান কংিবা দশজন মসিকীনকে পোশাক দান করতে আদষ্টি। কন্তিু পূর্বোক্ত উদাহরণে সে ব্যক্তি দশজনকে পোশাক দান করনে িএবং দশজনকে খাদ্য দান করনে। এটাই মাযহাবরে অভমিত।”[সমাপ্ত]

দখেুন: ‘মুগনলি মুহতাজ’ (২/১১৮) ও ‘তুহফাতুল মুহতাজ’ (৩/৩২৩)

ইবনে হাযম ‘আল-মুহাল্লা’ গ্রন্থে (৪/২৫৯) বলেন:

“এক সা’-এর কিছু অংশ যব ও কিছু অংশ খেজুর দিলে পরিশোধ হবে না। মূল্য দিলে মূলতঃই পরিশোধ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ফরয করেছেন এগুলো সেটা নয়।”[সংক্ষেপে সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অভিমত: সহিহ হবে ও পরিশোধ হবে।

এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবের অভিমত। তারা মর্মার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। তারা বলেছেন অবশ্যই এক সা’ মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য গরীবের জন্য যথেষ্ট হওয়া, ব্যক্তিকে পবিত্র করা ও ফিতরা আদায় হওয়ার উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন করবে।

ইবনে রজব হাম্বলি ‘আল-কাওয়ায়েদ আল-ফিকহিয়্যা’ গ্রন্থে (কায়েদা নং-১০১, পৃষ্ঠা-২২৯) বলেন: “যে ব্যক্তিকে দুটো আমলের এখতিয়ার দেয়া হয়েছে এবং তার পক্ষে সম্মিলিতভাবে দুটো আমলের অর্ধেক অর্ধেক করে পালন করা সম্ভবপর হয়েছে— এভাবে কি আদায় হবে; নাকি হবে না?”

এতে মতভেদ রয়েছে। এর ভিত্তিতে কিছু মাসয়ালা উৎপন্ন হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- যদি কেউ পাঁচজন মিসকীনকে খাদ্যদান ও পাঁচজন মিসকীনকে বস্ত্রদানের মাধ্যমে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দেয় তাহলে মশহুর অভিমত অনুযায়ী সেটা পরিশোধ হয়ে যাবে।
- কেউ যদি দুই জাতের এক সা’ খাদ্য দিয়ে ফিতরা পরিশোধ করে তাহলে মাযহাবের মতানুযায়ী আদায় হয়ে যাবে। এতে আরেকটি অভিমত আছে (অর্থাৎ আদায় হবে না)”[সমাপ্ত]

দেখুন: ‘আল-ইনসাফ (৩/১৮৩), ‘হাশিয়াতু ইবনে আবেদিন’ (২/৩৬৫)]

আমরা যে অভিমতটিকে পছন্দ করছি সেটা ইমাম শাফেয়ির অভিমত। যেহেতু এটাই সুন্নাহ্র বাহ্যিক অনুসরণ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা ফরয করেছেন এক সা’ যব কিংবা এক সা’ যব...।

সাহাবায়ে কেরাম এভাবেই ফিতরা পরিশোধ করতেন। সুতরাং যে ব্যক্তি দুইজাতের এক সা’ খাদ্য দিয়েছে সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নির্দেশ দিয়েছে সেটা বাস্তবায়ন করেনি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।